মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ক কবিতা

বৃক্ষ

ফরহাদ মজহার

2162

বহু দিন ধরে
খুঁজছিলাম।
অবশেষে বন্ধুরা
পাঠালো ঢাকা
থেকে।

[illegible]
৩০/৮/৭২

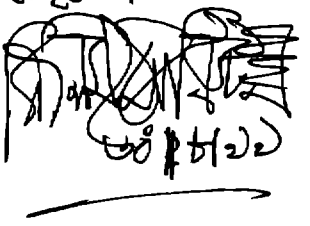

সূচিপত্র

গ্রন্থ ৫ আষাঢ়ে বৃষ্টিবিষয়ক অক্ষম প্রবন্ধ ৬ বস্তু ও শস্যের কবিতা ৯ মনীষার উপাসক ১২ উদ্ভিদ ১৫ পরিবর্তন ১৭ বুররাকঃ মধ্যরাতের অতিথি ১৮ আমার বাক্যের কোন মাতৃভাষা নেই ২১ রিদয়ের রিদপিণ্ড ২৩ স্বরযন্ত্র ২৫ ভুলবশতঃ শব্দ ২৭ দীর্ঘ পরিকল্পনা আমার ৩০ তোমার অভিপ্রায়গুলো ৩১ মনীষাযুগে বৃক্ষই সম্রাট ৩২ পরবাসী ৩৪ স্পর্শবাক কবিতা ৩৫ মানবকুসুম ৩৬ গাঁয়ে তোমার বাড়ী ৩৭ সংবাদ মূলতঃ কাব্য ৩৮ ভাসমান ভাষার জন্যে প্রার্থনা ৩৯ প্রভাতী ৪০ প্রিয়তমা এস্কিমোর জন্যে প্রেমের কবিতা ৪১ মানুষ ও প্রকৃতি ৪৫ অসামান্য সময় ৪৬ নিবেদন ৪৭ প্রেম ৪৮

ইংরেজী ১৯৭০ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে রচিত

প্রথম প্রকাশ
১৩ই মাঘ ১৩৯১
২৭শে জানুয়ারী ১৯৮৫

প্রতিপক্ষ প্রকাশনা

৫/৩ বারাবো মাহানপুর
রিং রোড, শ্যামলী
ঢাকা-৭
৩১৮৪২৮/৩২৯৬২০

ফরহাদ মজহারের

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

খোকন এবং তার প্রতিপুরুষ (১৯৭২)
ত্রিভঙ্গের তিনটি জ্যামিতি (১৯৭৭)
আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছো বিপ্লবের সামনে (১৯৮৩)
লেফটেনান্ট জেনারেল ট্রাক ও অন্যান্য কবিতা (১৯৮৪)
সুভাকুসুম দুই ফর্মা (১৯৮৫)
অকস্মাৎ রুপ্তানিমুখী নারীমেশিন (১৯৮৫)

সাকী সেলিমা
এই গ্রন্থ ও গ্রন্থভুক্ত
সকল কবিতার
স্বত্ব ধারণ করেন

মুদ্রণ ও আঙ্গিক পারিপাট্য / সফিকুল বারী
প্রচ্ছদ / খালিদ আহসান

অক্ষর মুদ্রায়ন, ৯২০/৩৭, শাহজাহানপুর (আমতলা) ঢাকা–১৭,
ফোন : ৪০৯১৮৯ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : অফসেট সংস্করণ : ৩৫/- (পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র)
কর্ণফুলী সংস্করণ : ২৫/- (পঁচিশ টাকা মাত্র)

উৎসর্গ

সন্ততী হক

সেজান হক

WHO AM I ?

Chaumtoli Huq

Am I a character in a dream ?
Or am I really acting in a play ?
Why do I look different ?
Am I living someone else's life ?
Or just dreaming that I am ?
Probably I'm just a leprechaun
With a big imagination

Editor's Note: This poem
was written by a 9-year-old girl.

WESTMORE NEWS, THURSDAY, JANUARY 3, 1985
NEWYORK, USA.

সন্ততী / সেজান

মা-মণি / আব্বু-মণি

আমি ভেবেছিলুম ছোটদের পড়ার মতো একটি বই আমি তোমাদের জন্যে লিখবো কিন্তু সন্ততীর কবিতা পড়ে আমি তো অবাক। এখন, কে ছোটো কে বড়ো আমি কি করে ভাগ করি ? আর কে আসলে কবি তা নিয়েও তো তর্ক উঠতে পারে। আমি যে হেরে গ্যাছি এই সত্য জানাজানি হয়ে গ্যালে আমাকে ভারী লজ্জায় পড়তে হবে। তাই জানাজানি হবার আগেই এ বই তোমাদের উৎসর্গ করে রাখলুম। এই ভয়ে যে যদি তোমরা আমার কবিতা লিখা বন্ধ করে দাও।

আদর আর আদর।

আব্বু, ৯ই মাঘ, ১৩৯৯
ঢাকা।

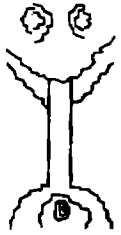

গ্রন্থ

একটি বীজ আছে সকল বীজে
একটি ছবি সবার প্রতিচ্ছবি
একটি ধ্বনি সবার ধ্বনি নিজে
একটি গ্রন্থ সবার মস্‌নবি।

যা-কিছু লিখা লিখিত অক্ষরে
হরফে তার সবার পয়গাম
তোমার নাম সবার অন্তরে
বাইরে তুমি ভিন্ন ভিন্ন নাম।

গ্রন্থে তুমি দেখবে আছে লিখা
নানান ভাষা নানান বাক্যরীতি
ভাঙলে খোলস মর্মে যাবে দেখা
এক মনীষার হাজার অনুসৃতি।

বৃক্ষ যেমন শাখায় শাখায় পাতা
পাতায় পাতায় বিভিন্ন অক্ষর
গ্রন্থ তবে তুমিও নির্মাতা
একটি বুকে অসংখ্য অন্তর।

নিজেকে করি স্থাপন তবে চলো
সবার প্রাণে সবার মাঝখানে
আমাকে দিয়ে সবার কথা বলো
সকল বাক্য আমার প্রজ্ঞানে।

সকল বীজ একটি বীজে আছে
যে কবি সে সকল কবির কবি
কাব্য আমার বাঁধা সবার কাছে
গ্রন্থ তুমি সবার মস্‌নবি।

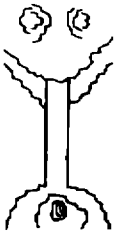

আষাঢ়ে বৃষ্টিবিষয়ক অক্ষম প্রবন্ধ

বৃষ্টিশেষ। পরিপার্শ্ব ভেজা। আমি চোখ
রাখলুম দৃশ্যকাব্যে। প্রতিটি সুযোগ
ব্যবহার করা চাই। আমি দ্রুত শ্রুতি
এ্যান্টেনা-প্রবন করি; ইন্দ্রিয়-বিরতি
এ সময় না-মঞ্জুর। স্নায়ুতন্ত্র জাগে
কর্মপরায়ণ হর্ষে প্রত্যক্ষ আবেগে
স্বয়ংক্রিয় অস্থিমাংসে। প্রকৃতি বিরাজে
রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে। কানে এসে বাজে
পক্ষীরব—নাকি হোথা সমস্ত পাখীর
ডানা ও হৃদয় থেকে নিবিষ্ট বৃষ্টির
কীর্তিমোচনের শব্দ ?

নীলাঞ্জনছায়া
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে স্মৃতি সঞ্চারিয়া
অঝোরে বর্ষিত হয়, হয় নাকি ? ফের
ফটোগ্রাফ-ফোলা চোখে সিনেমাগৃহের
চলমান চলচ্চিত্রে তোমাকে আবার
অতর্কিতে পেয়ে যাই হে আদি আষাঢ়
হে আমার নৃত্যমেঘে ভরপুর মোশান পিকচার।

ইতোমধ্যে ঋতুও আপন অংগ
ধুয়ে নেন। তাঁর স্নান, তাঁর অন্তরংগ
কায়িক চর্চার ভংগী উদ্ভিদে উদ্ভিদে
রাষ্ট্র হয়—পাতায় পল্লবে দিকে দিকে
রটে নগ্ন স্নানের সুষমা। চুপি চুপি
ব্রেসিয়ার খোলেন প্রকৃতি—মধুকূপী
ঘাস বিস্ফোরিত দেখে—কদম্বের ডালে
নীলাম্বরী শাড়ী ঝোলে; গোপনে আড়ালে

লজ্জানতা হয়ে তিনি পেটিকোট খুলে
রাখলেন কাশবনে—সম্ভবত ভুলে
স্রোতের অত্যন্ত কাছে, জলের ওপর।
এমতাবস্থায় জলে কোন প্রত্যুত্তর
প্রথমে হয়না; কিন্তু জলোত্থিত ফণা
পৌরুষের রিরংসায় কাম-সম্ভাবনা
তরংগে ঘোষণা করে; উপদ্রুত
কণ্ঠে নয় – নদীগণ ভদ্রবংশোদ্ভূত।
তারা কোন রমণীর নিক্ষিপ্ত কাঁচুলি
কিম্বা কোন অন্তর্বাস চৌর্য্যব্রতে তুলি
বসনহরণপ্রিয় হয়না—হবেনা।

এতদ্‌সত্ত্বেও রিপু—রিপুর তাড়না
নদীদেরো আছে; তাদেরও বিড়ম্বনা
স্রোতে রক্তে কামে ক্রোধে মাছে গুল্মে আছে
বিলোড়ন আলোড়ন কামুকতা আছে
অতএব যুক্তিসংগতভাবে নদী
কাশবনে পরিত্যক্ত অন্তর্বাস যদি
ভেজায়, ভিজিয়ে দেয়, এই শ্রাবণের
অবিশ্রান্ত অবিরাম তৃপ্ত বর্ষণের
শেষে—সেই পরিত্যক্ত বসন হৃদয়ে
নিয়ে নদী ছোটে যদি গর্জনে প্রলয়ে
কামেমত্ত শার্দূলের মতো, তেমতাবস্থায়
নদীকে কি কোনভাবে দোষী করা যায়?

এই দৃশ্যভারাতুর নগ্নতার স্বাদ
আমি বাক্যে পেতে চাই। যা-কিছু সংবাদ
রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ে
নিষ্পলক স্বচ্ছতায় প্রতিচ্ছবি হয়ে
দৃষ্টিতে নিক্ষিপ্ত হয়—দ্রুত ধরা পড়ে
ব্যাকরণসিদ্ধভাবে অক্ষরে অক্ষরে
সেইসব দৃশ্য আমি প্রাবন্ধিকতার
অটল অনড় গদ্যে লিখে যেতে চাই
মনোনিবেশিত যত্নে, যেন ফিরে পাই

কারকে ও বিভক্তিতে সমাসে সন্ধিতে
শুদ্ধ পদবিন্যাসের স্থাপত্যশৈলীতে
পুনর্নির্মিত দৃশ্য—দ্বিতীয় প্রকৃতি।

কিন্তু যতো চেষ্টা করি তবু পরিস্থিতি
অনায়ত্ত থেকে যায়। এতো উৎসব
প্রজ্ঞা ও প্রচেষ্টা তবু মূষিক প্রসব
হোল ফের পর্বতের। এতো প্রণোদনা—
লিখা হোল তবু এক অক্ষম রচনা
বৃষ্টিবিষয়ক পদ্যে!

তবে কি বাসনা
ব্যর্থ হবে? যদি বাক্য বোধিসত্ত্ব তবে
বাক্যগণ বৃক্ষ হবে; প্রকৃতিও হবে
অধ্যয়নশীল গদ্য; তাই পুনর্বার
চোখ রাখি দৃশ্যকাব্যে। নীলাঞ্জনছায়া
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে স্মৃতি সঞ্চারিয়া
অঝোরে বর্ষিত হয়। মনে হয় ফের
ফটোগ্রাফ-ফোলা চোখে সিনেমাগৃহের
চলমান চলচ্চিত্রে তোমাকে আবার
অতর্কিতে পেয়ে যাব হে আদি আম্রাঢ়
হে আমার গদ্যেপদ্যে ভরপুর মোশান পিক্‌চার

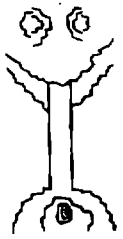

বস্তু ও শষ্যের কবিতা

এমন নয় যে তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছ
আমার মধ্যে নয় আমার কবিতায়
অনুপ্রবেশের ঈপ্সা আছে তোমার
আমি জানি, তুমিও অবিনশ্বর হতে চাও
আমার কমা আর সেমিকোলনের মধ্যে
আমার ই-কার আর আ-কারের অভ্যন্তরে
হ্রস্ব কিম্বা দীর্ঘ উচ্চারণে নিমেষখানেক স্থায়ীত্ব চাও তুমি,
আমি বুঝি, আমি খুবই বুঝি।

আমার দিনসকলের মধ্যে শহর, আমার দিনসকলের মধ্যে বিরহ
আমার দিনসকলের মধ্যে আমি তোমার কাছ থেকে
লক্ষ লক্ষ দিন দূরে
আমার দিনসকলের মধ্যে বিস্মৃতি
আমার দিনসকলের মধ্যে কোলাহল ও ব্যস্ততা
আমার দিনসকলের মধ্যে তোমার অনুপ্রবেশ আমি টের পাইনা—

কিন্তু ঘটে সেই মিলনপিয়াসী আক্রমণ আমার রাত্রির মধ্যে
যেমতবা টেলিভিশন বা অনুষ্ঠান
যেমতবা আমার দর্শককে লক্ষ্য করে প্রতিবেদন ও বিদ্যুৎতরংগ
ভেসে ওঠে দিগন্তবিস্তৃত শষ্যাঞ্চল, নদীসিকস্তি জনপদ—
তাদের প্রভাত ও মধ্যাহ্ন
তাদের সন্ধ্যা ও অবসর
তাদের ঝিঁঝিঁ-জোনাকির নাইটশিফ্‌ট—তাদের চাকুরী

কিম্বা আরো অতীতে নিয়ে যাও যখন আমি ছিলাম
বায়ু কিম্বা জল কিম্বা পাহাড়
যখন আমি ছিলাম মানুষ ও মানুষীর অপেক্ষায় হলকর্ষণহীন ভূখণ্ড
একদা ছিলাম আমি তোমার মধ্যে ব-দ্বীপ,
একদা আমি তোমার কৃষিক্ষেত্র
একদা তোমার মধ্যে আমিই ছিলাম যুগপৎ কৃষি এবং কৃষক।

এইসব পশ্চাতভূমি তুমি সম্প্রচার কর, আমার মর্মে বিঁধে যাও
'পরাণ পরাণ' নামে আমার ডাকনাম ধরে ডাক দাও
তুমি কি জননী—আমার মা ?
এইসব আহ্বানগুলো আমাকে মুষড়ে ফেলে,
এই সব আহ্বানগুলো আমাকে ব্যথা দেয়
এইসব আহ্বানগুলো আমার নাড়ী ও নাড়ীর মধ্যে
জন্মকালীন ক্ষতের সৃষ্টি করে।

নয় বছর বয়সে সারাগায়ে মাটির গন্ধভর্তি যে বালিকার হাত ধরে
আমার বাল্যকালকে ভরে তুলেছি অবচেতন সৌগন্ধে
তুমি কি সেই চাষীর মেয়ে ?
তুমি কি পাথর ও পলিমাটির ওপর হামাগুড়ি—আমার হাঁটতে শেখা ?
তুমি কি শেকড় ও শষ্যের সংগে আমার বাল্যকালের বিবাহ ?

অন্ধকারে পাশ ফিরি, আমার স্ত্রী নিদ্রিতা
তাঁকে অবলোকন করি
স্মৃতি ও বিস্মৃতির মধ্যবর্তী শয্যায় তাঁকে মনে হয়
শান্ত সমাহিত ধরিত্রী
তবে কি আমার বিবাহ হয়েছে পৃথিবীর সংগে পুনশ্চ
এবং তুমি হে প্রজাপতি
তুমি কি তাহলে মানুষের উদ্ভব ও বিকাশের
আনুপূর্বিক ইতিহাস সম্পর্কে প্রাজ্ঞ ?

তাহলে তুমিই কি আসলে আমি ? আমিই কি আমার মধ্যে বারবার
অনুপ্রবেশের জন্যে অনাদিকাল ধরে আক্রমণ হেনে যাচ্ছি ?
তবে কি আমিই আমার আরম্ভ এবং আমিই আমার প্রত্যাবর্তন,
তবে কি আমিই এই কৃষিপ্রধান ধরিত্রীর অতীত এবং বর্তমান এবং আগামী ?

আমাকে আমি ভুলে যাইনি এখনো হে বস্তু হে ইতিহাস
আমার উচ্চারণ ও অনুধ্যানের মধ্যে যার প্রত্যাবর্তন
সেতো আমি, সেতো শুধু বস্তুসর্বস্ব আমি

কারণ পাথর আমার ডাকনাম, পালিমাটি আমার ভালবাসা
শেকড় আমার আলিঙ্গন
উপরন্তু হলকর্ষণ আমার প্রজনন কিম্বা উৎপাদন
কারণ বসুন্ধরা আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

এবং শষ্য আমার সন্তান কারণ প্রতিটি শষ্যই মূলত কাব্য
অতঃপর সকল শষ্যই আমার সন্তান কারণ শষ্যগণ মূলতঃ কাব্য

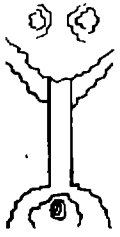

মনীষার উপাসক

বৃক্ষ তুমি ঘুমোচ্ছনা কেন ?
তোমার পা বিঁধেছে মাটিতে, পৃথিবী তোমাকে গ্রেফতার করে রেখেছে
শেকড়সুদ্ধ—জানু অবধি
তবু মাটির ভেতর মেধা ও অনুসন্ধিৎসায় মজ্জমান তোমার পিপাসা
দিগ্বিদিকের গভীর ভেদ করে তুমি চলে যাচ্ছ
এ পিপাসা ঠিক নাইট্রোজেনের নয়
এমন কি ধাতব প্রকৃতিরও নয়—
জননীর মতো যা আমাদের উৎসের দিকে নিয়ে যায়
পৃথিবীর গর্ভে
অন্ধকারে

রৌদ্রের অনির্বচনীয়তা আহরণ করছ তুমি
মেলে রেখেছো শাখাপল্লবপল্লবের এণ্টেনা
সবুজ
সবুজের মাথার ওপর দিগন্ত এক আকাশ শামিয়ানা
টাঙিয়ে রেখেছে
তবু তোমার ঘুম নেই
তুমি ঘুমোচ্ছ না

তোমার গ্রীবা ঘেঁসে চলে গেছে ইলেকট্রিকের তার
তারের ভেতর বিদ্যুত
এ ছাড়াও আছে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ
মানবীয় নির্মাণ ও প্রণয়নের সংগে গভীর সংযোগ আছে তোমার
মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে
খবর পেয়েছ নিশ্চয়ই
(মানুষের ঢের বয়েস হয়েছে)

এইসব সংযোগে শহর ও সভ্যতার ফুঁসে ওঠা তুমি টের পাও
তোমার পাতা টলমল করে
তোমার শাখা আন্দোলিত হয়
কিন্তু রাত্রে শহর ঘুমিয়ে পড়ে
অথচ তুমি?
তোমার ঘুম নেই
তোমার ঘুম আসেনা

বুকে যেসব পাখীদের স্থান দিয়েছো
তারা দিনের বেলা সারা আকাশে উড়ে বেড়ায়
পর্যটকের মতো নির্ভার তাদের বিচরণ
তারা জগত পর্যবেক্ষণ করে
এবং বিকেলে
পালকভর্তি নিখিলের চিহ্ন নিয়ে ফিরে আসে
এই দেখা ও বিচরণ—এই দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা
আমিও জেনেছি

রাত্রে ঘুমের ভেতর
পাখীরা ডানার নক্ষত্রের চিহ্নে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে
ডানা ঝাপটায়
আন্দোলনে দূরের গ্রহসকল কেঁপে ওঠে
নেপচুন ও বৃহস্পতি কাত হয়ে যায়
তুমিও কাত হয়ে থাক
দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার ভারে কাত হয়ে যায় তোমার শরীর
আমি দেখি
তন্দ্রাহীন
নিদ্রাহীন
আমাদের দু'জনের কারুরি চোখে ঘুম নেই
বৃক্ষ, তুমি কি তাহলে আমার মতোই মনীষার উপাসক?
তোমার পা বিঁধেছে মাটিতে, পৃথিবী তোমাকে গ্রেফতার করে রেখেছে?
শেকড়সুদ্ধ—জানু অবধি?

জননীর মতো মনীষা আমাদের উৎসের দিকে নিয়ে যায়
পৃথিবীর গর্ভে
অন্ধকারে
আমার ও বৃক্ষের কারুরি চোখে ঘুম নেই।

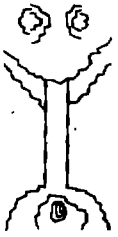

উদ্ভিদ

উদ্ভিদ
মৃত্তিকাভেদী উদ্ভিদ
ইস্পাত ও পৃথিবীর বীজ থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ
ওঠো
জাগো
উত্থানের মৌসুম এখন

ভারী ভূমিকাতর তুমি
গড়িমসি গড়িমসি উদ্ভিদ
মসিগড়ি উদ্ভিদ
তুমি ভারী শৈশবকাতর
লোকালয় ও লোকসমাজের বাইরে বাইরে
আর কত ?

অপেক্ষায় অপেক্ষায় বহুত বহুত বহুত দিন কেটেছে তোমার
এবার
ধ্বংস করো, গড়ো
এবং জাগো
খাড়া হো যাও
এটেনশান
দেখাও
তোমার সাহস
তোমার হিম্মত
তোমার পৌরুষ
এবং শির সিধা রেখে শিরদাঁড়া প্রদর্শন কর
দাঁড়াও
দণ্ডায়মান হও
গেট আপ
কি হয়েছে তোমার ?
এই নির্জীব নির্বীর্য বাংলাদেশে
মেরুদণ্ড প্রদর্শনের সময় এখন

উত্তিদ—
দাঁড়াও—
দাঁড়িয়ে যাও—
দণ্ডায়মান হও—

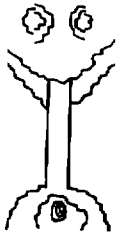

পরিবর্তন

তুমি আর আগের মত নেই যখন কাগজের এরোপ্লেনের মত নিজেকে আমি ছুঁড়ে দিতাম তোমার দিকে, তারপর চক্কর খেতে খেতে চক্কর খেতে খেতে চক্কর খেতে খেতে মুখ থুবড়ে পড়তাম তোমার বুকে, আমার একফোঁটাও ব্যথা লাগতোনা।

তুমি আর আগের মত নেই যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছি প্রমাণ করবার জন্যে সিগ্রেট ফুঁকতাম তোমার সামনে, তারপর একদিন জোর করে চুমু খাবার চেষ্টা করায় কষে একটা থাপ্পড় দিয়েছিলে, আমার একফোঁটাও অপমান লাগেনি।

তুমি আর আগের মত নেই যখন প্রথম তোমাকে ভালবাসি বলার পর ভয়ে ৯৯দিন তোমার সংগে দেখা করিনি, তারপর কেমন করে জানি আমাদের বিবাহের সময় এসে গেল, তারপর কতকিছু যে করেছি কিছু ভয় লাগতোনা।

আমরা সবাই বদলে যাই, সবকিছুই বদলে যায়। আমিও কি বদলাইনি ?

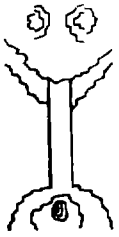

বুররাকঃ
মধ্যরাতের অতিথি

আমার মনে হয় আপনার ডানা প্লাটিনাম দিয়ে তৈরী এবং পায়ের খুর
কোহিনুর পাথর কেটে গড়া—একদা যা ছিল আগুন এবং স্ফুলিঙ্গ
আমার মনে হয় আমার মা'বুদ নারীর পৌরুষ আর পুরুষের রমণীয়তা
দিয়ে বানিয়েছেন আপনাকে
এবং ধাবমান অশ্ব দিয়ে আপনার গতি
কারণ বিদ্যুৎ আপনার ঈমান ও উড্ডীয়মান স্বভাব।

আপনি যখন আসেন আমার ঘর ভরে ওঠে খুশীতে,
অনির্বচনীয় খোশবু ও আতরের সুগন্ধে
দূরে মঙ্গলগ্রহে একজন হাস্নুহেনা অকস্মাৎ
পরাগ ও পাপড়ি প্রসব করতে শুরু করেন
আমার লোবানগুলো কাঁপে কামে ও শীৎকারে
আমার মোমবাতিগুলো দ্রবীভূত হয়
আমার আরাধনার মুহূর্তগুলো শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্যে
সারিবদ্ধভাবে উঠে দাঁড়ায়।

কিন্তু ও আমার মেহমান আমার মধ্যরাতের অতিথি
আমি তো যারপরনাই গরীব ও বেয়াকুফ
আপনাকে আমি বসতে দেই কোথায়, কোথায় রাখি, কিভাবে ইজ্জত করি
কি আশ্চর্য্য দুঃসাহস আমার
আমি জিকির ও তপস্যায় আপনাকে ডেকে এনেছি
কিন্তু এখন আমি আপনার আবির্ভাবের সামনে বিহ্বল,
আমি অশ্রুসিক্ত, আমি খুশী।

কি আছে কবির কেবল তার তস্‌বিহ ও উচ্চারণ ছাড়া, শব্দ ও গজল ছাড়া
কি আছে কবির যে কেবল বস্তুকে নামকরণ করে শব্দে,
নামহীনে নাম প্রদান করে

কি আছে কবির যে উচ্চারণ ও উচ্চারিতের মধ্যে
পার্থক্য বজায় রাখতে জানেনা
এবং যে প্রায়শঃই নিজেকে বাহির এবং বাহিরকে নিজের ভেতর
হারিয়ে বসে থাকে।

আর আপনি যখন আসেন তার ঘরে ঝরে পড়ে
মোহর আর আশরাফি আর দীনার
তার ঘরের স্বয়ংচালিত ফ্যাক্টরী থেকে উৎপন্ন হতে থাকে বর্ণমালা
তারা বস্তুসকলকে গ্রেফতার করে, তারা সবকিছুকেই লুফে নেয়
তারা শব্দের বাইরের সকল অস্তিত্বের রহস্যকে না-জায়েজ ঘোষণা করে।

এবং কবি আপনাকে নির্মাণ করেছে তার লালসা থেকে,
শৃংগারস্পৃহা ও লোভ থেকে
প্রাণীসকলের মধ্যে যা কিছুই কামোদ্দীপক
তা দিয়ে সে বানিয়েছে আপনার তস্‌বীর
কিন্তু যখন আপনি আসেন সে কেবলি হতবিহ্বল হয়,
তার যৌনতা খসে পড়ে
নগ্নশিশুর মত তার কামহীন শরীর থেকে
মিলনের রোমহর্ষ আহলাদ পেশ করে।

কিন্তু এই মাসুম নগ্নতা নিয়ে সে অশ্বারূঢ় হয়,
সে সাতআসমান প্রদক্ষিণ করে
সে গরীব ও বেয়াকুফ কিন্তু আসলে লোভী ও কামার্ত।
মিস্‌কিনের স্বভাব তার, দীনভিখারি সে, তাকে আপনি যতোই দান করবেন
ততোই সে ভিক্ষার বাসন প্রসারিত করে রাখবে আপনার সামনে।

কিন্তু সুন্দরের জন্যে যে কাতর ও লোভী সুন্দর তো তার আয়াতের মধ্যেই
নিজেকে নাজেল করেন
এবং হে বুররাক আপনি কি পৃষ্ঠদেশে যুগে যুগে কবিদের বহন করেননি?

তারা তাদের পরম সুন্দরকে সাক্ষাৎ করতে চায়,
তারা অবলোকন করতে চায় খালি চোখে
এবং তারা এতই কামাতুর যে শারিরীক আলিঙ্গনের মধ্যে
তাঁকে পাবার জন্যে তারা ব্যস্ত।

কিন্তু অগ্নি তিনি কিম্বা শূন্যতা এবং কবিগণ আসলে পতংগ
পহেলা তারা আর্জি পেশ করে পাখার
এবং পাখা পেলেই তারা প্রাণ বিসর্জন করতে ছুটে যায়
অতএব আপনি যখন আসেন আমার ঘর ভরে ওঠে
লোবান ও আতরের সুগন্ধে
এবং মধ্যরাতের চাঁদ তার তাঁত দিয়ে বুনতে থাকে
সাদা শুভ্র কাফনের মতো জ্যোৎস্না।

মিলনলিপ্সু দুলহান আমি, আমি কবি, আসুন আমিও অশ্বারূঢ় হব
এবং দুলকি চালে আমি পৌঁছে যাব আমার প্রিয়তম পরম সুন্দরের সামনে
এবং কসম বুররাক আপনি দেখবেন আমরা যখন আলিঙ্গনবদ্ধ হব
আপনি আমাদের পরস্পরকে পরস্পর থেকে ফারাক করতে পারবেন না।

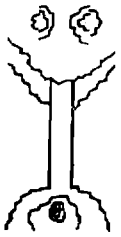

আমার বাক্যের কোন মাতৃভাষা নেই

আমার বাক্যের কোন বর্ণমালা নেই
আছে ক্রোধ এবং হিংসা
আছে সংঘবদ্ধ হাত এবং প্রতিবাদ
বিক্ষোভ এবং মিছিল।
আমার বাক্যে আছে হরতাল এবং হরতাল এবং হরতাল
আছে লড়াই
আমার বাক্যের মধ্যে আছে লড়াই
এবং আমার লড়াই সবসময় বড়ো অক্ষরে

আমার বাক্যের কোন বাংলাভাষা নেই
আক্রোশে হুংকারে চিৎকারে
সব ভাষায় আমি প্রতিবাদ করি
এবং প্রতিবাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়
পাবলো নেরুদা তুমি সাক্ষী, নাজিম হিকমত তুমি সাক্ষী
পল রোবসন তুমি সাক্ষী.....
এবং তোমরা যারা এশিয়া আফ্রিকায় ল্যাটিন আমেরিকায়
তোমরা সবাই এক একজন করে সাক্ষী

লড়াকুর ভাষা কেবল বাংলা নয়
আমি আক্রমণ করি, কাঁদি, চীৎকার করি, কাঁদি
এবং হেরে যাই
কিন্তু ফের আবার হামলা করি, লড়ি
এবং ফের আবার হেরে যাই
আমার বাক্যের কোন হারজিত নেই
যারা হারে তাদের জন্যে আমার বাক্য
যারা জেতে তাদের জন্যেও আমার বাক্য
আমার বিজয় কেবল সংগ্রামের মধ্যে
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমার জীবন
নিরন্তর লড়াইয়ের মধ্যে আমার মৃত্যুবরণ
আমি মৃত্যুর মধ্যে অমরত্ব বরণ করি

কিন্তু মৃত্যুর কোন মাতৃভূমি নেই
মৃত্যুর কোন মাতৃভূমি নেই এবং আমার বাক্যের কোন মৃত্যু নেই
কারণ আমি মৃত্যুবরণ করিনা
আমার বাক্যের কোন মাতৃভাষা নেই
এবং লড়াকুর ভাষা মৃত্যুবরণ করেনা।

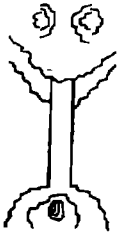

রিদয়ের রিদপিণ্ড

হৃদয়, আজ থেকে তোমার হৃ বাদ দেব, তোমাকে
ডাকব রিদয়।

হৃ আর রি এ-দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য জানতে চেয়োনা।
হয়তো আছে, হয়তো নেই—সেটা বড় কথা নয়।
ধরে নাও যে হৃ আমার ভাল লাগেনা, শুনলেই হৃদপিণ্ড
হৃদপিণ্ড মনে হয়, আর হৃদপিণ্ড মানে নিশ্চয়ই
হৃদয় নয়।

আমি খুব সহজে রি উচ্চারণ করতে পারি; হৃ চেষ্টা
করলে আমার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে আসে। খুব আস্তে
আস্তে টেনে টেনে অনেকক্ষণ ধরে সহজে আমি তোমাকে
ডেকে উঠতে পারি রি-, রি-, রিদয়,
বিশেষতঃ আমার যখন কষ্ট হয়।

আমার যখন কষ্ট হয় তখন কষ্টে আমি হামাগুড়ি দিতে
থাকি। জবাই করে দেয়া পশুর মতো। আমার ছেঁড়া গলা
দিয়ে অস্ফুট আওয়াজ বেরোয়, তখন হৃ উচ্চারণ করা
খুবই কষ্টের।

আমার যে এরকম হয় তা কেউই জানেনা।
হয়তো বা কেউ বলার মত আমার কেউ নেই।
এসব অবশ্য বড় কথা নয়।
আমার এখন একজন সাহস দরকার যাতে মিছিলের
সামনে আমি তেজী ঘোড়ার মত কেশর ফুলিয়ে
এগিয়ে যেতে পারি, আমাকে তো শেষ অভ্যুত্থান
অবধি মিছিল নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

আর, আমার লাশ যখন তারা গুম করে ফেলবে
তখন একজন যেন তার হৃদয়ের ভেতর সবার অলক্ষ্যে
আমাকে দাফন করে ফেলে।

আমি হৃদপিণ্ড হতে চাইনা তবে রিদয়ের
রিদপিণ্ড হতে পারলে আমার কোন কষ্টই থাকেনা।

রিদয়, আমি মরতে ভয় পাইনা, কিন্তু গুম
হয়ে যেতে খুব ভয় লাগে।

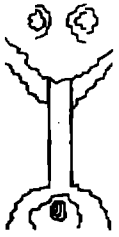

স্বরযন্ত্র

স্বরযন্ত্র তুই কোত্থেকে ?
জিহ্বা ও মূর্ধায় আমার অক্ষরের মেশিন
তুই কোত্থেকে ?
আমার স্বরবর্ণের ভেতর ব্যঞ্জনবর্ণ
ব্যঞ্জনবর্ণের ভেতর প বর্গ এবং ট বর্গ
অতঃপর অ এবং আ, উপরন্তু ক এবং খ.....
আবার স্বরবর্ণ
ও আমার দিলখোশ টাইপরাইটার
আমার ঈস্টওয়েস্ট টেলেক্স কোম্পানী
তুই এলি কোত্থেকে ?
আমার ফুসফুসের মধ্যে নিঃশ্বাস এবং বিশ্বাস
আমার প্রশ্বাসের ভেতর মডার্ণ টাইপফাউণ্ড্রী
ও প্রিন্টিং প্রেস
তোকে বানালো কেরে ?
না, আমার শরীরের মধ্যে দেহতত্ত্ব নেই, ভেতরের মধ্যে বাহির নেই
আমি দেহের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড আবিষ্কার করিনা
আমার দেহ দেহই; আমার হাত মানে হাত, পা মানে পা
আমার ইঞ্জিন মানে ইঞ্জিন
তার বাষ্প এবং চাকা তার হুইসেল এবং ড্রাইভার.....সবই আছে
আমার চোখ হচ্ছে দৃষ্টি, এছাড়া দৃষ্টির দিব্য কোন টেকনোলজি নেই
আমি দিব্যদৃষ্টিতে বিশ্বাস করিনা
মুখমণ্ডলের ডানে এবং বাঁয়ে
যুগপৎ একই সংগে ও একই সময়ে আমার কান
এবং নাক ঠিক নাকের ওপর।

আমি মানুষ
আমার সব প্রত্যংগেরই নিজস্ব যন্ত্র আছে
তাদের কাজ ও কাণ্ড ভাগ ভাগ করা আছে
কিন্তু স্বরযন্ত্র
তোর যন্ত্রের ভেতর স্বর উৎপাদনের পরিকল্পনা ছিল কার ?
আমার তো ছিলনা ?

তুই কোত্থেকে ?

এখন আমার আ হয় এবং উ হয়, আহা হয় এবং ওহো হয়
উচ্চারণ ও আবৃত্তি সবই হয়
এখন আমার অক্ষর আমি বানাতে পারি
আমি বিস্ময় মানি
আমার বিস্ময় হয় কারণ আশ্চর্য্য যে আমি মানুষ
এবং মানুষ তাদের কারখানায় বস্তু ও অবস্তুর
না-বস্তু ও হাঁ-বস্তুর নাম উৎপাদন করতে পারে
কারণ সে মানুষ।

আমার খুশী লাগে
আমার খুশী লাগে কারণ আমার কণ্ঠস্বরে যা আছে তা আছে
এবং যা নেই তাও আছে
এবং এটা খুবই মজার যে মানুষের কথোপকথন আমার কথোপকথনে
আমি খুবই খুশী
খুশীতে যন্ত্রের ভেতর ডগমগ স্বর উঁচিয়ে বলি
ও স্বরযন্ত্র তুই কোত্থেকে?
ও আমার বিদ্যাসাগর
আমার সরল শিশুবোধ ব্যাকরণের কারখানা
আমার নজরুল সংগীতের লংপ্লেয়িং রেকর্ড
আমার রবীন্দ্রনাথ
কোত্থেকেরে তুই?

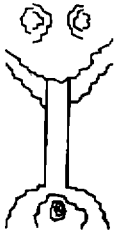

ভুলবশতঃ শব্দ

আমার সব সময় লিখতে ইচ্ছে করে
যা খুশী যেমন খুশী
কেবল ইচ্ছে করে যে আমি লিখি
ধরো লিখি যে অ-য়ে অক্ষর, ক- য় কলম কিম্বা কালি
কিম্বা কাগজ
শিশুতোষ যেমন তেমন শব্দ লিখা হলেই আমার চলে
আমার মনে হয় চতুর্দিকে নানাপ্রকার শব্দ বিস্তীর্ণ হয়ে আছে
আর লিখিত হবার জন্যে নানা দিক থেকে তারা
আমার কাছে প্রার্থনা পেশ করছে
ওদের প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করি
আমার তো মঞ্জুর করারই কথা
কিন্তু তবু আমার লিখা হয়না।

আমার খুব ব্যথা হয়
একজন কবি যখন লিখতে পারেনা
তখন আর ব্যথা ছাড়া কি হতে পারে ?
পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যথা
চতুর্দিকে বিজন অক্ষরভূমি বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী
পতিত হয়ে থাকে
পক্ষাঘাতগ্রস্ত কবি তা সংগ্রহ করতে পারেনা
তবু দেখো আমি হাল ছেড়ে দিইনি
এমনকি এখনো আমার যখন লিখতে ইচ্ছে করছে
আমি প্রাণপণ লিখার চেষ্টা করছি
যা খুশী, যেমন খুশী
যেমন অ-য়ে, অক্ষর ক–য়ে, কাগজ কলম কালি কিম্বা ইত্যাদি।

মাঝে মাঝে চতুর্দিক খুব নিঃসাড় হয়ে যায়
নিঃশব্দ কোন উচ্চারণই কোথাও ধ্বনিত হয়না

তখন মধ্যরাতে আমার ভীষণ ভয় লাগে
আমি নিঃসঙ্গ বোধ করি
আমি আমার খাতা পেন্সিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে
অক্ষর খুঁজতে থাকি
যদি কোন সঙ্গী পেয়ে যাই তার সাধনা করি
অথচ কিছুই লিখা হয়না।

একবার ঠিক এরকম এক নিঃসাড় মধ্যরাত
কোথাও কোন শব্দ নেই
অক্ষরের ভেতরে ও অক্ষরের বাইরে উভয়দিকেই নিরক্ষর নৈঃশব্দ্য
আর আমি ঝুঁকে পড়ে অক্ষর খুঁজছি
আর ঠিক তখনই শোনা গেল সেই শব্দ
তরল, নির্দিষ্ট বিরতি মেপে নিরঞ্জন ব্যঞ্জনধ্বনি
আমি কান খাড়া করে শুনলাম খানিকক্ষণ
তারপর দিক ঠিক করে উঠে দাঁড়িয়ে
শব্দ শুনতে বেরুলাম।

উঁহু, অলৌকিক কিছুই নয়
বাথরুমে জলের কল কেউ ভুলে বন্ধ করতে ভুলে গেছে
শ্লথ হয়ে থাকায় বন্ধ হয়নি ভালো করে
ফলে জল ঝরছে
সময় মেপে মেপে ছন্দোবদ্ধ ভাবে জল ঝরছে
নির্দিষ্ট বিরতি মাফিক নিরাকার ব্যঞ্জন শব্দ;

আমি ভাবলুম কল বন্ধ করে দিই
কিন্তু জলের কলে হাত রাখতেই
চতুর্দিক থেকে নানাপ্রকার অক্ষর প্রার্থনা পেশ করতে শুরু করল
ওরা ভুলবশতঃ তৈরী হচ্ছে
তবু ভুলবশতঃতৈরী হতে থাকার ইচ্ছা ওরা প্রকাশ করে
সম্ভবত আজরাতে এই তরল ভুলবশতঃঝরেপড়া শব্দ
অক্ষর হবার সাধনা করবে
আমি ওদের প্রার্থনা মঞ্জুর করি
আমার তো মঞ্জুর করারই কথা

আমার সব সময় লিখতে ইচ্ছে করে
যা খুশী, যেমন খুশী
এবং আমি প্রাণপণে লিখবার চেষ্টাও করি
কিন্তু পক্ষাঘাতগ্রস্ততার কারণে পারিনা
অথচ ভুলবশতঃকিছু শব্দ মাঝেমধ্যে মধ্যরাতে
আমার অক্ষরের মধ্যে ঢুকে পড়ে
এবং আমার অক্ষরের মধ্যে অক্ষর হয়ে থাকার জন্যে
প্রার্থনা পেশ করে যেতে থাকে।

আমি কি কখনো ওদের
আক্ষরিক অর্থে লিখতে পারবো?

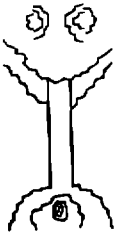

দীর্ঘ পরিকল্পনা আমার

তুড়ি ও আফসোসের শব্দ শেষ হয়, দিন গিয়ে নামে অন্ধকার
বাচাল ও বেকারেরা অবশেষে ঘরে ফিরে আসে
একদিন বেশী আয়ু বেড়ে যায় মিথ্যে রাজার
নগর উজ্জ্বালা হয় মাতালের মূর্খ উল্লাসে।

তামা ও নকলগিনি বিক্রি হয় সোণার চেয়েও বেশী দামে
নকল-রমণী হয় রমণীয় নকল-পাউডার গালে মেখে
লোহা ও ইস্পাতে তৈরী বোমারু এরোপ্লেন পাখীর ভণিতা নিয়ে নামে
লোকেরা সাবাশ দ্যায় পালকবিহীন পাখা দেখে।

তুমি শুধু দেখে যাও তোমার মোটেও নেই বিন্দু বিড়ম্বনা
ঘড়িকে উল্টে দাও বাঁকা করো মিনিটের কাঁটা
বিষুবরেখাকে বুড়ো আঙুলে পেঁচিয়ে আনো—যেনো অন্যমনা
তোমার চিন্তায় নেই দুশ্চিন্তার সিকিমাত্র জটা।

কারণ তুমি তো জানো সকল সময়ে কিছু ত্যাঁদড় সময়
সাময়িকভাবে রাখে সাময়িক আসর গুলজার
ভণ্ড ও ভাঁড়ের দিন তবু অবশেষে শেষ হয়
তুড়ি ও আফসোসে তারা ফিরে যায় তাদের সময় হলে পার।

তারপর নব্যদিন—সারারাত নতুন ভোরের আয়োজন
সারারাত আগামী দিনের জন্যে আগাম প্রস্তুতি
আমিও নিজের মধ্যে সাব্যস্ত করে ফেলি আমার নিজের প্রয়োজন
ফিরে আসে নির্মাণের ইন্দ্রিয়নিবিষ্ট অনুভূতি।

তুমি তো সকলি জানো, জানো দীর্ঘ পরিকল্পনা আমার
মনীষা অপেক্ষা করে, জানো তুমি, আমিও অপেক্ষা করি পাশে
অপ্রত্যক্ষ আয়োজনে সুমসাম হবে ফের উদভ্রান্ত মাতাল সংসার
মনীষা উদিত হবে—আমিও তো হবো অবশেষে।

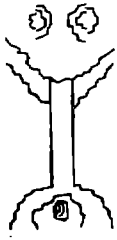

তোমার অভিপ্রায়গুলো

তোমার অভিপ্রায়গুলো নক্ষত্রমণ্ডল অভিপ্রায় করে
তারা নভোজাহাজের মতো কুহকৌশলী
অপসৃয়মান মাধ্যাকর্ষণের মতো তারা উর্ধ্বশ্বাস
আকাশ যা ধারণ করতে পারে না
যে গতিপথ তুমি পরিক্রম করো আমি অংকন করি তার জ্যামিতি
অথচ যে বিজ্ঞান আমাকে শেখাও তা কেবলি কাঁটাকম্পাস
কেবলি প্লাস্টিকের পেন্সিল, কেবলি সরলরেখা।

একবার উদ্ভিদের মতো শেকড় উৎক্ষিপ্ত
করে মেলে দিয়েছিলে তোমার আকাংক্ষা
প্রথমে তারা ছিল বীজ, পরে উন্মেষকাতর অংকুরোদ্গম
অতঃপর বৃক্ষ, ফল ও ফুল
আমি ঋতু দিয়ে মেপে দেখেছি তোমার বয়োবৃদ্ধি ও রূপান্তর
নির্ণয় করেছি ডাগর আয়তনের ক্ষেত্রফল
অথচ যে উদ্ভিদতত্ত্ব আমাকে শেখালে তা কেবলি পূর্বানুবৃত্তি
এবং পূর্বানুবৃত্তি অতঃপর পূবানুবৃত্তি।

একবার ইচ্ছে করেছিলে তুমি সমুদ্রের দিকে যাবে
অভিযাত্রার টিকিট কেটে সব্বাইকে ডেকে তুললে জাহাজে
আমি বন্দরে বন্দরে তোমার আবিষ্কারের সংবাদের জন্যে
অপেক্ষা করলুম যুগ যুগ
জলের দাগ ধরে ফিরে এলো জলের গর্জন
তোমার প্রত্যাবর্তন ফিরে এলো না।

তবু তোমার বিজ্ঞান নিয়ে চলছে আমার গবেষণাকর্ম আমার অন্বেষণ
খানিক ইন্দ্রিয়ে খানিক মনীষায় নাতিদীর্ঘ তোমার স্থিতি
মাঝেমধ্যে আন্দোলনলিপ্সু ঘড়ির ভেতর স্থিতপ্রজ্ঞ সময় হয়ে
আমায় পর্যবেক্ষণ করো—আমি দেখি
অথচ আমি ধরলেই মুঠোয় ঠেকে মুহূর্ত
তুমি হেসে ওঠো ঠাট্টায়।

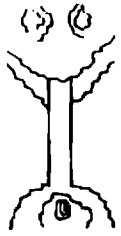

মনীষাযুগে
বৃক্ষই সম্রাট

যে যার নিজের গর্তে বেশ থাকে
যেখানে যার বাড়ার যাচ্ছে বেড়ে
কুটিলশাখা ক্ষয়িষ্ণু ডালপালায়
খানায়খন্দে ডোবায় কিংবা নালায়
নিজের নষ্ট নিজের ছায়ায় নেড়ে
নোংরা ঘেঁটে থাকে নিজের পাঁকে।

কোথায় যেন তবুও পাই টের
কেউ বুঝিবা বদল করে স্থিতি।
নতুন ভ্রূণ অংকুরে উত্থিত
তরুণ তৃণে হয়েছে বিস্তৃত
নতুন তৃণাঞ্চলের উপস্থিতি

যুগ এল কি তাহলে বৃক্ষের ?

হৃদয় আমার মেধা ওরে মন
ভেতরে তুই পেলি কি সেই সাড়া ?
তৃণের সাহস নিয়ে তৃণের বুকে
উন্মীলনের ঈষৎ উদ্যোগে
আভাসে কেউ দিচ্ছে বুঝি নাড়া
মহীরুহের মেধাবী স্পন্দন ?

শাবল ওরে শাবল ইস্পাতিনী
আমার হাত হাতল হোক তোর
অনাদিজীবি শ্রমিক তার শ্রমে
ভাঙুক হেনে লোহার বিক্রমে
বৃক্ষহীন যুগের প্রস্তর—

শাবল ওরে মনীষা প্রণয়িনী।

গর্তে কাটে গর্তে, থাকার যুগ
কেউ তবু উত্তীর্ণ তৃণের যুগে
নিজের ছায়া নিজেরি আয়নায়
মেপে নিয়ে অসুখী তাড়নায়
তবে কি কেউ কোথাও তার বুকে
বৃক্ষযুগের উদ্যোগে উৎসুক ?

মনীষা, তুমি এখনো ভারী একা
যদিও তুমি সূচিত কিছু ক্ষণে
অনাদিকাল সঙ্গবিহীন শ্রমে
তোমাকে তবু নিজস্ব বিক্রমে
নিজের শাবল নিজেই নিজে হেনে
গড়তে হবে নিজেরি রূপরেখা।

মানুষ তুমি এখনো ভারী একা

রয়েছে পড়ে উদার নিখিল মাঠ
যার খুশী সে গর্তে থাকুক পড়ে
মনীষা ওরে মানুষ ওরে হৃদয়
শ্রমে মেধায় যুগলবন্দী সময়
তৃণের যুগে উঠল নাকি নড়ে ?
তৃণের স্বরে করছে কি কেউ পাঠ ?

এবার বৃক্ষে বৃক্ষে ভরুক মাঠ
মনীষাযুগে বৃক্ষই সম্রাট'

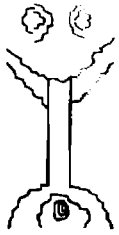

পরবাসী

যদি ফুরসত মেলে লিখে দিও তবে দু'কলম
সোণার শালিখটিরে সে যেন আবার ফিরে আসে
আমাদের আমগাছে নতুন বোলের গন্ধ ভাসে
শষ্য ও দুধের গন্ধে ভরে থাকে আদিগন্ত বন।

সখী আমি ফিরে যাব কে থাকে এ প্রবাসে আবার ?
এ দেশের পণ্য কেন্দ্রে রাখা নেই সাতনড়ি হার
ফেরীঅলা-শূন্য পথ নেই কারো নথ ও নোলক
কারুরি হৃদয়ে নেই জলে ভাসা সাবানের শখ।

আকাশে মেঘের দিকে প্রত্যাবর্তনের এরোপ্লেনে
যেতে যেতে দেখে নেবো অন্য কোন দেশ আছে কিনা
পরিচারিকার মতো অপ্সরিণীদের কাছে টেনে
জেনে নেবো আর কোথা আমাদের গাঁয়ের তুলনা।

সোণার শালিখ যেন পাশেই ডুমুর গাছে থাকে
সে যদি না বলে তবে কে বিরহ শোনাবে তোমাকে ?

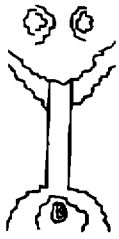

স্পর্শবাক কবিতা

স্পর্শকাতরতা নিয়ে ফিজিওলজির কিছু বই
পাঠ করে বুঝেছি শাস্ত্রে একে ইন্দ্রিয়ই বলে
মনিকর্ণিয়ার মাধ্য দ্যুতিময় হে দৃষ্টি তুমিও
ইন্দ্রিয়ই। তবে দৃষ্টি তুমি কি শ্রুতির চেয়ে বেশী
শারীরিক? আমি ঠিক ভাল করে বলতে পারিনা
সম্ভবতঃ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কিছু পার্থক্যও থাকে
সেসব পার্থক্য নিয়ে মানুষের নতুন বিজ্ঞান
হয়তো প্রণীত হবে, ভবিষ্যতে—একদিন হবে।

আমার পার্থক্য হচ্ছে ভালবাসবার মতো কিছু
পেয়ে গেলে আমি তাকে শারীরিক ভাবে লিপ্ত করি
কারণ যা ভালবাসা তাকে ভিন্ন আলাদা শরীর
ভাবা খুব ভুল ভাবা, বিজ্ঞানসম্মত নয় মোটে।

আমি তাই স্পর্শবাক, স্পর্শই আমার কবিতা
তুমি যদি ভালোবাসা তবে তুমি আমার শরীর।

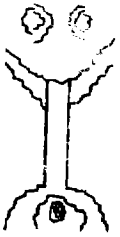

মানবকুসুম

ফুল ভালবাসা ভাল; ফুলদের লিঙ্গভেদ নেই
তারা কেউ শার্ট-প্যান্ট কিম্বা কেউ শাড়ী-লিপস্টিকে
দুভাগে বিভক্ত হয়ে পরস্পর কখনো বলেনা
এই হচ্ছে ছেলেফুল আর অই মহিলাকুসুম।

প্রকৃতিজগতের মধ্যে প্রাকৃতিক বিভিন্নতা আছে
যথাঃ—বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, বেতস ও বিচিত্র উদ্ভিদ
আছে জন্মমৃত্যু আছে প্রজনন বিবর্তন ঋতু
আছে পিতার ভূমিকা আর জননীর প্রজাতি পালন
লিঙ্গোদ্দীপক নাম তবু তারা গ্রহণ করেনা
প্রাণীজগতের সঙ্গে এইখানে প্রকৃতির পার্থক্য রয়েছে।

প্রাণীদের মধ্যে তবু অন্যান্যেরা মানুষের চেয়ে ঢের ভাল
ধরো কুকুরের কথাঃ- একজন কুকুর নয় মিস্টার কুকুর কিম্বা মিসেস্ কুকুর
কিম্বা কুমারী বলে মিস্ সারমেয় নয়। লিঙ্গার্থজ্ঞাপক
সম্বোধন প্রাণীজগতের মধ্যে নিম্নতম প্রাণীটিরও নেই

অথচ মানুষের মধ্যে এইসব অশ্লীলতা আছে।

সেহেতু আমার শার্ট আমাকে বেহায়া ব্যঙ্গ করে
লিঙ্গবাচক প্যান্ট মনে হয় ভীষণ কুৎসিত
পোশাকে ও পরিচ্ছদে সামাজিক আচারে সম্বোধনে
এই যে সভ্যতা একে লিঙ্গপ্রদর্শনী বলা ভাল,
মানুষের সমার্থবোধক শব্দ লিঙ্গপ্রদর্শক হতে পারে।

তাই ফুল ভালবাসি। ফুলদের লিঙ্গভেদ নেই
আমার আরেক নাম সে কারণে মানবকুসুম।

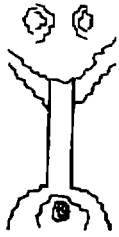

গাঁয়ে তোমার বাড়ি

গাঁয়ে তোমার বাড়ি, নদী মান্যি করে ভাঙেনি যেসব ডাঙা
সেখানে সর্ষে ক্ষেতের ভেতর হাওয়া হয়ে বসে থাকো,
আমি উঁচু পাহাড় থেকে সেসব মানচিত্র মনে রেখেছি
মনে রেখেছি খাড়ু পায়ে তোমার ঘরকন্নার শব্দ।

গাঁয়ে তোমার বাড়ি বানের জাল মান্যি করে রেখে দিয়েছে যেসব ডাঙা
সেখানে স্বর্ণচাঁপার ডালে টুনটুনি হয়ে বসে থাকো
আমি একটি নভোজাহাজ উড়িয়ে যেতে যেতে দেখেছি তোমার পালক
অন্য একটি গ্রহের জলহাওয়া ছিল তোমার ডানায়।

গাঁয়ে তোমার বাড়ি, মন্বন্তর মান্যি করে রেখে গেছে যেসব মানুষ
তাদের রক্ত চলাচলের ভেতর শিরা-উপশিরা হয়ে ছড়িয়ে আছো।
আমি হৃদপিণ্ড হয়ে তোমার শাখা-প্রশাখা কুড়িয়ে নিয়েছি
কুড়িয়ে নিয়েছি তোমার জীবনযাপন, ঘরে বাইরের সুখ দুঃখ

গাঁয়ে তোমার বাড়ি সেই গাঁয়ের ভেতর একটি দোয়েলের বাসা
সেখানে ঘর বেঁধে তোমাকে দেখতে দেখতে আমি দোয়েল হয়ে যাবো।

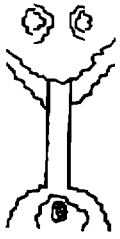

সংবাদ মূলতঃ কাব্য ?

সংবাদ কবিতা নয়, ও কেবল খবরকাগজ
সকালে বুলিয়ে চোখ অকেজো বিকেলে ফেলে দিও
ঘটনা ঘটেনা কাব্যে কবিতায় যে-কাব্যকে পাও
সে নয় সংবাদপত্র, কবি নয় তুলোট কাগজ।

সব ঘটনার আগে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনা
আরম্ভ হবার আগে মানুষের আদি ছাপাখানা
স্থাপিত হয়েছে স্বরে—স্বরযন্ত্রে, কবির শরীরে;
সব সংবাদের আগে প্রথম সংবাদ হচ্ছে নিঃশ্বাসের স্বরে
অক্ষর উৎপাদন করা। অতঃপর বাক্য, বর্ণনা
অতঃপর খবরকাগজ আর যাবতীয় বিভিন্ন ঘটনা।

নাভির নিশ্বাস থেকে উচ্চারিত সর্বস্ব শব্দেরে
লাইনোমেশিনে ছাপে ভারী ব্যস্ত একজন কম্পোজিটার
অনন্তসময়ব্যাপী তাকে চালু রাখতে হয় ছাপাখানাটিরে
সংবাদ যেখানে তুচ্ছ—বাক্যই যেখানে বিস্তার।

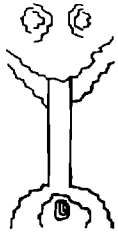

ভাসমান ভাষার জন্যে প্রার্থনা

হে রাত গভীর রাত তাকে শুধু জাগরণ দিও
দিও ছিপ বড়শী সুতো সোণালী মাছের সরোবর
কানে ও কানকোয় কান পেতে রাখা নিশার প্রহর
পুচ্ছাঘাতে ভেঙে যেন মৎসশীল চাঁদ উঠে আসে—
কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ যেভাবে মাছের মতো ভাসে
হে রাত গভীর রাত আঁশেপুচ্ছে তাকেও ভাসিও।

গুল্মের মতো তার দুই চোখে নেমে আসে ঘুম
একি মৃত্যু নাকি জন্ম হে রজনী গর্ভধারিণী
ভাসমানতার অর্থ আমি আজো ধরতে পারিনি
কেননা তা পিচ্ছিল। অনির্বচনীয় পুচ্ছ কিছু থাকে জলে
কিছু থাকে জলচ্ছলে তলে তলে জলের অতলে।

কদাচিৎ ইচ্ছে হলে উৎক্ষিপ্ত করে সে তরুণ
মাছের কানকোর শব্দ—আঁশেপুচ্ছে মধ্যরাত জাগে
ওগো রাত মাঝেমধ্যে ভাসমান ভাষা দিও তাকে।

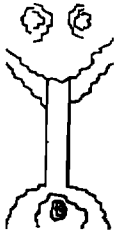

প্রভাতী

নিবিড় গম্ভীর শান্তি লেগে আছে সূর্যোদয়ে ভোরে
তাই জাগরণ নয় ঘুম কোলে এখনো রয়েছো
নিজের ঘুমের মধ্যে; বুনোহাঁস চলেছে উত্তরে
তোমার আকাংখা নিয়ে সরোবর তুমিও চেয়েছো
পাহাড়ে অনেক দূরে দীর্ঘতম ঘুমের ভেতর
যতো জল জমে থাকে ততো বড়ো সেই সরোবর।

আপোষে এপাশে ফেরো থেকে যায় ওপাশে দেয়াল
এপাশে আমার মুখে মুখ ঘষে তোমার সকাল,
সহসা গর্জিয়ে ওঠে দুই কাঁধে রেশমের ডানা
পালকের পরিভাষা; ভুলে যাওয়া একটি ঠিকানা
মনে পড়ে। নিখিলের একটি উৎসের অন্বেষণে
আমিও উত্তরে চলি—পাখা মেলি গূঢ় প্রয়োজনে।

উদয়ের পথে কেউ বুনোহাঁস—প্রভাতের ডানা
কারো গূঢ় অন্বেষণ, কারো ঘুম—ঘুমের ঠিকানা

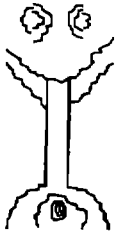

প্রিয়তমা এস্কিমোর জন্য প্রেমের কবিতা

তোমার ঠিকানা আমার মুখস্ত
তোমাদের বাড়ী হচ্ছে উত্তরমেরুতে
দক্ষিণমেরুতে না হয়ে উত্তরমেরুতে কেন যদি শুধাও
তো আমি উত্তর দিতে পারবনা—
কিছু কিছু ব্যাপার স্বতঃসিদ্ধ
যেমন স্বতঃসিদ্ধ যে তোমাদের বাড়ী
উত্তরমেরুর বরফ দিয়ে তৈরী
এবং তোমার নাম এস্কিমো।

তোমার আব্বা এস্কিমো নয় তোমার আম্মাও নয়
তোমার বোন এবং ভাই বংশপরম্পরায় কেউই এস্কিমো নয়
তবে যদি শুধাও যে তুমি কি করে এস্কিমো
তো আমি উত্তর দিতে পারবনা
কিছু কিছু ব্যাপার স্বতঃসিদ্ধ—এটাও তেমনি
যেমন স্বতঃসিদ্ধ যে তোমাদের বাড়ীর ওপর
এখন ঝরে পড়ছে বরফ আর তুষার
আমি বিষুবরেখার কাছাকাছি কোথাও চুপচাপ বসে
এইসব ঝরে পড়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি
ভারী অন্যরকম তোমাদের বাড়ীর ওপর ঝরে পড়া বরফ
তারা সবুজ—তুষারধবলভাবে তারা অন্যরকম সবুজ
নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার বরফ ও তুষার
সাধারণতঃ সবুজই হয়।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে তুমি এস্কিমো
আর তোমাদের বাড়ীর ওপর ঝরে পড়ছে
নাতিশীতোষ্ণ সবুজ বরফ
এরকম মৌসুমী ঋতুর জন্যে আমি সারাজীবন অপেক্ষা করে আছি
এক বরফের জীবন কেটে গিয়ে শুরু হয়েছে আমার
আরেক বরফের জীবন

সাদা বরফ থেকে সবুজ বরফ
আর এরই মধ্যে আমি গলায় দ্রুত জড়িয়ে নিচ্ছি
হাতেবোনা সবুজ মাফলার
আমি রওয়ানা দেব উত্তরমেরুতে।

উত্তরমেরুতে তোমাদের বাড়ীগুলো বরফ দিয়ে তৈরী
এস্কিমোরা বরফ দিয়ে বাড়ী তৈরী করে
আমি তোমাদের সবুজ বরফ দিয়ে তৈরী বাড়ীর
জানালা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে তোমাকে ডাকব
"এস্কিমো এস্কিমো"
তুমি জানালা খুলে ইতিউতি চাইবে
আমার গলায় সবুজ মাফলার
আমাকে তুমি অনায়াসেই চিনবে
এস্কিমোরা ভালবাসার মানুষকে
খুব সহজেই চিনতে পারে।

তারপর কি করবে তখন তুমি ?
সবুজ বরফের বৃষ্টি পড়ছে বাইরে
আমি সবুজ মাফলার গলায় কাতর স্বরে ডাকছি
"এস্কিমো এস্কিমো"
সবুজ ঠাণ্ডায় আমার স্বরের এস্কিমো সবুজ হয়ে যায়
চারদিকে বরফ
আমিও বরফ হয়ে যাই
তুমি কি বরফের শব্দ শুনতে পাও ?
তুমি তো এস্কিমো
তোমার বরফ শুনতে পারার কথা—
এস্কিমোদের ভালবাসার ভাষা সবুজ বরফের অক্ষরে তৈরী
আমিও সেই ভাষায় ডাকব "এস্কিমো আমি এসেছি"
তখন তুমি বেরিয়ে আসবে
আমি জানি আসবে
কারণ উত্তরমেরুতে ভালবাসার সব বরফ সবুজ
এবং তারা আমাদের সবুজ ভালবাসাবাসি খুবই ভালভাসে
আমার হয়ে তারাও তোমাকে ডেকে আনবে।
তুমি তখন বেরিয়ে আসবে।

তুমি কি আমাকে আলিঙ্গন করবে ?
সবুজ বরফের বৃষ্টি পড়ছে বাইরে
বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমাকে কি আদর করবে ?
উত্তরমেরুর সবুজ বরফের বৃষ্টির মধ্যে তোমার আলিঙ্গনের আশায়
আমি দক্ষিণমেরুতে গলায় সবুজ মাফলার বেঁধে
উত্তরমেরু পর্য্যন্ত হেঁটে গিয়েছি
এস্কিমো আমার
তোমার ভালবাসার মানুষকে কি করবে তুমি তখন ?

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে তুমি নিশ্চয়ই চুম্বন করবেনা
কারণ এস্কিমোরা চুম্বন প্রদান করেনা
তারা নাকের সংগে নাক ঘষে—
ছেলে–নাকের ওপর মেয়ে-নাক তারপর
মেয়ে–নাকের ওপর ছেলে-নাক
এভাবে দানেপ্রতিদানে এস্কিমোরা ভালবাসাবাসি করে।

তাহলে
সবুজ বরফের বৃষ্টি
আর সেই বৃষ্টি মাথায় আমি দাঁড়িয়ে আছি
সেই সবুজ বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে
তুমি আমার নাক ঘষে দিও
দিও কিন্তু
এস্কিমো।
আসলে ভূমিকা বাদ দিলে আমার বক্তব্য স্রেফ দু লাইনের:
আমি চুমু খাওয়া পছন্দ করিনা
আমার মনে হয় নাক ঘষা চুম্বনের চেয়ে
ঢের ঢের ভাল আর সুন্দর।
কিন্তু এস্কিমো
দক্ষিণমেরু থেকে উত্তরমেরুতে না গিয়ে
আমি কি করে একথা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারি ?
আর তোমার নাম
এস্কিমো না রেখে অন্য কিছু রাখলে
কোথায় পেতাম সবুজ বরফের বৃষ্টি ?

এবং সবুজ মাফলার গলায় আমার কাতর স্বরে দাঁড়িয়ে থাকা?
তোমাকে যদি ভালবাসি
কিছুতেই আমার এসব ভুল করা উচিৎ হবেনা
আমি যদি এসব ভুল করে ফেলতাম
তাহলে
বিষুবরেখার কোন এক অজ্ঞাত দ্রাঘিমাংশে
আমার সারাটা জীবন কেটে যেত ভালবাসার অপেক্ষায়
আমার আর উত্তরমেরু যাওয়া হোতনা।

আমার দু'লাইন বক্তব্য প্রকাশ করার জন্যে
অনেক লাইন লেখা হয়ে গেল,
কিন্তু এস্কিমো আমার
সব কবিতা সংক্ষেপে বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেনা।

ফলে—
এস্কিমো, প্রিয়তমা
এ কবিতা অন্যভাবে লিখা যেতনা।

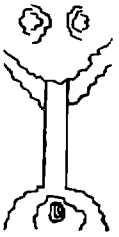

মানুষ ও প্রকৃতি

না আমি নই, প্রতিটি বস্তুর মধ্যে রয়েছে প্রত্যাখ্যান
ব্যবধানের ভংগী- মানুষ যা অতিক্রম করতে পারে না
আমার সামনেই আছে বইপত্তর টেবিলচেয়ার আর দেয়াল
অথচ প্রত্যাখ্যানের অনতিক্রম্য দূরত্বে আমরা আলাদা হয়ে আছি।

আমি যখন আমাকে স্পর্শ করি আমি কেবল তোমাকেই স্পর্শ করি
আমার বাইরে থাকে তোমার অস্তিত্ব এমনকি স্পর্শও থাকে বাইরে
ইন্দ্রিয়ের আঙুলে ছুঁকে তোমাকে ছুঁয়েছেনে যে অস্তিত্ব আমি ভোগ করি
সেতো আলাদা অস্তিত্ব, যা সত্যিকার অর্থে আমার হতে পারেনা।

আমি যখন আমাকে স্পর্শ করি আমি আমাকেই স্পর্শ করি
পারিপার্শ্বিকের জ্যামিতি থেকে আলাদা করে, ভেঙে ভেঙে—বিচ্ছিন্নভাবে।
প্রকৃতির অংশ আমি, অর্থাৎ আমিও প্রকৃতি কিন্তু সবসময়
ব্যবধানে আর দূরত্বে প্রকৃতি আমাকে আলাদা করে রাখেন।

অতএব আমি নই আসলে প্রকৃতির ভেতর আছে প্রত্যাখ্যান
আছে দূরত্বের জ্যামিতি—মানুষ যা অতিক্রম করতে পারে না।
সমগ্রতার কথা তোমরা প্রায়ই বলো, বলো অখণ্ডতার কথা
আমি মানুষ ও প্রকৃতির দ্বিখণ্ডিত বৈপরীত্য ছাড়া কিছুই দেখি না।

অথচ জানি তিনি আছেন, কারিগর তিনি—একজন ইঞ্জিনিয়ার
ব্যবধান ও বৈপরীত্যের ভেতর যিনি নিরন্তর প্রণয়ন করছেন ঐক্য।

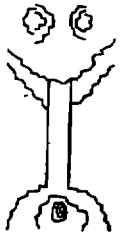

অসামান্য সময়

অসামান্য সময়, ইস্পাতের মতো ঠাণ্ডা তোমার ঘড়ি
ভোরের আগেই সূর্যকে ফাঁসী দিয়ে রক্তাক্ত করে রেখেছো আকাশ;
প্লাস্টিকের মতো মিথ্যে ফড়িং লাফিয়ে উঠছে শূন্যে—অর্থহীনতায়
এই হচ্ছে জন্ম, একেই বলো শুরু, একেই বলো সকাল।

দুপুরে আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছো যুদ্ধক্ষেত্রের সামনে
ষ্টেনগান কাঁধে, অথচ আমি কোনো শত্রুকেও চিনি না
মানুষের বিরোধ আর ব্যবধানের ক্ষতে খুন ঝরিয়ে
বেজে উঠলো তোমার টিগার, মৃত্যুর মতো চেঁচিয়ে।

ঋতুর পর ঋতুতে আমাকে পাল্টাচ্ছো, বানাচ্ছো পাথর
অর্থাৎ তোমার বস্তুময়তা থেকে আবার বানাচ্ছো বস্তু;
প্রকৃতির ভেতর আছি, অথচ প্রকৃতির নৈকট্য আমাকে দাওনি
এভাবেই কাটলো বেলা, এভাবেই কাটলো যৌবন।

অবশেষে এক শহরে আমাকে নিয়ে এসেছো, যেখানে কেউ নেই
ষ্টেশনে হুইসেল দিয়ে থামলো তোমার ট্রেন, নামলো না কোন যাত্রী;
কেবল বিছানা-তোষক বিছিয়ে দ্রুত নেমে পড়লো অন্ধকার
হাতে সুটকেস ভর্তি ঘুম—তুমি তাকে বিনিটিকিটে চড়তে দিয়েছিলে।

তবে ফিরিয়ে নিয়ে যাও এই মিথ্যে আয়োজনের পোষাক
আমাকে শুধু মৃত্যু দাও—জীবনের মতো ব্যাপ্ত একটি মৃত্যু।

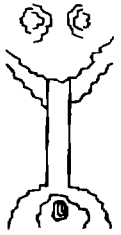

নিবেদন

"I have always thought that there was some sort of woman inside me"

Jean Paul Sartre to Simone de Beauvoir

নাও, আমাকে আমি নিবেদন করছি
গ্রহণ কর
আমার মজ্জা এবং মাংস আমার পৌরুষ এবং প্রজ্ঞা
আমার হৃদয় এবং রিদয় আমার হৃদপিণ্ড এবং রিদপিণ্ড
আপনকার অঞ্জলী উৎপূর্ণ করে উপস্থাপন করছি হে সুন্দর
আমাকে গ্রহণ কর।

আমি প্রভাত, আমাকে গ্রহণ কর
আমি নিশাচর, আমি সব অন্ধকার পরিভ্রমণ করেছি
আমার পর্যটনসমূহ গ্রহণ কর
আমি শিশির
আমি কেঁদেছি তোমার জন্যে সারারাত
আমার জাগরণ আর উপাসনা গ্রহণ কর
আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি শেফালীতলায়
তোমার উঠোনে ঝরে যাচ্ছি পথিকফুল
আমার সমুদয় ঝরে যাওয়া গ্রহণ কর
আমি পাখীগণের উড্ডীয়মান কাকলী
আমার কথোপকথন ও কুশলজিজ্ঞাসা গ্রহণ কর।

আমি বিস্ময়
আমি অকস্মাৎ তোমার সামনে কিশোরবয়স্ক বিস্ময়
আমার অবাকসমূহ গ্রহণ কর

নিবেদন করছি নিবেদন করছি নিবেদন করছি
আমাকে আমি তোমার সামনে নিবেদন করছি আমার সুন্দর

আমাকে আলিঙ্গন কর।

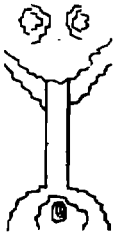

প্রেম

একবার তোমার কাঁখের কলস থেকে উপ্‌চে পড়েছিল সোণার মোহর
জলের ছাপ ছিল তার গায়ে, ছিল রাজকোষের চিহ্ন
আমি তুলে নিয়েছিলুম লোভে, বুকের ভিখিরিকে নুইয়ে
আসলে তা ছিল প্রেম, আমার জানা ছিলনা।

একবার তোমার খোঁপার মালা থেকে খসে পড়েছিল টগর
অনন্তের ছাপ ছিল তার পাপড়িতে ছিল বিষুবরেখার চিহ্ন
আমি তুলে নিয়েছিলুম লিপ্সায়, বুকের ফুলওয়ালাকে নুইয়ে
আসলে তা ছিল প্রেম আমার জানা ছিলনা।

একবার তোমার কপালের টিপ থেকে খসে পড়েছিল রেণু
নক্ষত্রের শিশির ছিল তার বর্ণে ছিল কালকেতুর মুকুট
আমি তুলে নিয়েছিলুম লালসায়, বুকের জ্যোতিষীকে নুইয়ে
আসলে তা ছিল প্রেম, আমার জানা ছিল না।

তোমার হৃদয় থেকে তুমি খসে পড়ো ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন দিনে
আমার জানা ছিলনা, আমার জানা ছিলনা, আমার জানা ছিলনা